দিনমজুর বাবার একশো দিনের টাকা আটকে

মেধাবী পুত্রের বিজ্ঞান পড়ায় বাধা

বুদ্ধদেব দাস

সবং, ২৩ মে

দিনমজুরি করে সংসার চালাতে হয় বাবাকে। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা কেটে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। মাধ্যমিকে ভাল ফল করলেও ছেলেকে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াতে অপারগ বাবা। সবংয়ের চুরকা গ্রামের যাদব সাউয়ের ছেলে মালপাড় বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতনের ছাত্র কৃষ্ণেন্দু সাউ মাধ্যমিকে পেয়েছে ৬৫৭ নম্বর। কোনও গৃহশিক্ষক ছাড়াই চমকে দেওয়া রেজাল্ট করেছে কৃষ্ণেন্দু। সে বাংলায় ৯১, ইংরেজিতে ৮৪, অঙ্ক ৯৯, পদার্থবিজ্ঞানে ৯৭, জীবনবিজ্ঞানে ১০০, ইতিহাসে ৯০, ভূগোলে ৯৬ নম্বর পেয়েছে।

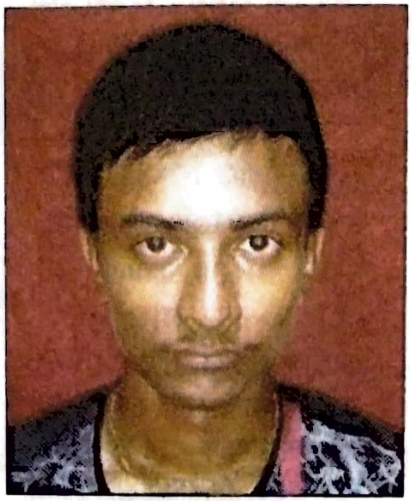

কৃষ্ণেন্দু সাউ

বাবা দিনমজুর। মা রুমা সাউ গৃহবধূ। এক বোন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। ২০২১–২২ অর্থবছরে বনাই গ্রামপঞ্চায়েতের অধীনে ১০০ দিনের প্রকল্পের কাজ করেছেন। আরও অনেক শ্রমিকের মতোই তিনিও বকেয়া টাকা পাননি। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক কেটে রেখেছে। নিজের কোনও জমি নেই। নিরুপায় হয়ে স্থানীয় এক কৃষকের বিঘাখানেক জমি ভাগচাষ করছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য জানান, পড়াশোনায় ভাল কৃষ্ণেন্দু। আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় প্রাইভেট টিউটর ছিল না। স্কুলের শিক্ষকরাই তাঁর মতো আরও অনেক পড়ুয়ার জন্য বিশেষ কোচিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন। স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে সে। এদিকে, যাদব সাউ তাঁর ছেলেকে নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়েছেন। যদি কলা বিভাগে পড়তে চায় পড়তে পারে। বিজ্ঞান বিভাগে পড়ানোর সামর্থ নেই তাঁর। কৃষ্ণেন্দু জানায়, বাবার আর্থিক অনটনের জেরে নবম শ্রেণিতেই পড়া ছাড়তে চেয়েছিল সে। তখন তার মা তাকে পড়া চালিয়ে যেতে বলেন। টেস্টের পর দেখলাম বাবা-মায়ের মন ভাল নেই। সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন তাঁরা। তখনই সে ঠিক করে ফেলে মাধ্যমিকের পর আর পড়বে না। কিন্তু স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অন্য শিক্ষকেরা সাহস জুগিয়ে গেছেন সে ভাল ফল করবেই। এখনও পর্যন্ত সে জানে না কী করবে।